ভূমিকা

ভারতের উত্তর পূর্ব প্রান্তের পাহাড় নদী সমতল অরণ্যানী শোভিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময়ী ভূখণ্ড বহু ভাষার, বহুধর্মের ও বহু সংস্কৃতির সমন্বয়ে বৈচিত্র্যময়। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় সংবিধানের নর্থ ইস্ট এরিয়াজ রি অর্গানাইজেশন অ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর হইতে আসাম, নাগাল্যান্ড মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, অরুণাচল এই সাতটি রাজ্যের পরস্পরের ভগিনীর সৌজন্যতায় অবস্থান বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিতেছে। এই সাতটি রাজ্যের সাধারণ জনজীবন ও বৈচিত্র্যময়।

ভারত রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসার ফলে বিশ্বের চোখে এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের ঐতিহ্য বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিলেও এই রাজ্য সমূহের ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য ও প্রীতিপূর্ণ অবস্থান সুপ্রাচীন পটভূমিতেই স্মরণীয়। এখানে নানা সাহিত্য, নানা সংস্কৃতি, নানা ভাষা ও নানা ধর্ম পরস্পরের সম্প্রীতিময় সমন্বয়ে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইয়াছে এবং সীমার ও পরিবর্তন হইয়াছে। ফলে সমভাষাভাষী কিংবা সম সংস্কৃতি বিশিষ্ট অঞ্চল ভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে। বঙ্গভাষা এবং বঙ্গসাহিত্য সংস্কৃতি উত্তর পূর্বাঞ্চলের কতিপয় অঞ্চলে বহু - কালাবধি বিরাজমান। ত্রিপুরা এবং আসাম রাজ্যের কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জিলার অধিবাসীর অধিকাংশই বঙ্গ ভাষাভাষী এবং বঙ্গ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাহারা বাঙ্গালা ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করিয়া থাকেন। আসামের নগাঁও, মিকির হিল, শিব সাগর , দরং ডিব্রুগড়, লক্ষীমপুর ইত্যাদি জিলাতে ও অল্প পরিমাণে বঙ্গ ভাষাভাষীদের বাস রহিয়াছে। এমনকি অরুণাচল ও মেঘালয় রাজ্যেও অল্প পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষাভাষী লোক রহিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা এ অঞ্চলের বাঙ্গালীদের এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের সুমিষ্ট ও শক্তিশালী ভাষা। ত্রিপুরার ত্রিপুরী জাতি এবং কাছাড়ের কাছাড়ী জাতি ও মণিপুরী জাতি, কোচবিহারের তথা উত্তর বঙ্গের রাজবংশী জাতি লোকেরাও বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলেন এবং নিজেদের ভাষা ছাড়া ও বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষার বিভিন্ন উপভাষায় মৌখিক ও লিখিত সাহিত্য রচনার প্রেরণা প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।

অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষা এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে অল্প সল্প রূপান্তরিত হইয়া

ব্যবহারের ফলে আঞ্চলিক কিংবা উপ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়। সাধারণতঃ পল্লী অঞ্চলেই এইরূপ ভাষায় কথাবার্তা চলে। এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের ভাষাকে লোক ভাষা বলা যায়। সাধারণতঃ লোক ভাষাতেই লোক সাহিত্য রচিত হইয়া থাকে। এইজন্য লোক সাহিত্য সহজেই লোক মনোগ্রাহী হয়। এই নিবন্ধ রচনা করিতে যে সমস্ত লোক গাথার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে সেই সমস্ত মুদ্রিত লোকগাথা ত্রিপুরা রাজ্য, কাছাড় জিলা, নগাঁও, মিকির হিল, ইত্যাদি অঞ্চলের কবিদের দ্বারা ঐ অঞ্চলে প্রচলিত বাংলা ভাষাতে রচিত "সাত ভগিনীর দেশ" রূপে 'উত্তর পূর্বাঞ্চল' নামটি অতি আধুনিক। এই নাম করণের বহু পূর্ব হইতেই, কাছাড় ও ত্রিপুরা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের অংশ, স্বাধীনতা লাভের পূর্বে শ্রীহট্ট আসামেরই অন্তর্গত ছিল, শ্রীহট্টের ভাষা ও কাছাড়ের ভাষা বাংলা ভাষার একই উপভাষার অন্তর্গত। সমপ্রকৃতির বাংলা লোক গাথা পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে ও উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে রচিত হইয়া থাকে।

কোন রচনা বিশেষ কোন সাহিত্যশিল্প রূপে অনেক দিবসাবধি রচিত ও অধিক চর্চার ফলে একটি সাহিত্য ধারা রূপে বিবেচিত হইতে পারে। লোক গাথার ধারা সম্পর্কে পর্যালোচনা করিলে লক্ষ্য করা যায় যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত গাথা নামে পরিচিত নানা রচনার উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রীহট্ট অঞ্চলে রচিত কতিপয় গাথা সংগৃহীত হইয়া সংকলিত হইয়াছে, কিন্তু উহাদের সঠিক রচনাকাল জানা যায় না। এই নিবন্ধে আলোচনার্থে গৃহীত একটি গাথার সম্পাদনাকাল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ তৎপরবর্তী নানা সময়ে রচিত অনেক গাথা একটি স্পষ্ট সখিত্য শিল্পরূপে রচিত হইতে লক্ষ্য করা যায়।

আলোচ্য নিবন্ধে যে সব লোকগাথাকে নূতন বিষয়রূপে পরিজ্ঞাত করা যাইতেছে সেগুলি এক নমান সাহিত্য শিল্প রূপ যুক্ত রচনা। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের "নর্থ ইস্ট এরিয়াস রি অর্গানাইজেশন অ্যাক্ট" অনুসারে গঠিত উত্তর পূর্বাঞ্চলের এলাকাধীন বিভিন্ন স্থান হইতে প্রকাশিত গাথার সঙ্গে, তৎপার্শ্ববর্তী, এক সময়কার ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল রূপে পরিচিত কয়েকটি জেলা হইতে প্রকাশিত কতিপয় লোকগাথাও এই নিবন্ধে আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এসব জেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হইতেছে জলপাইগুড়ি কোচ-বিহার শ্রীহট্ট, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ জিলা, এমন কি পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার

ব্যাক্তেল সাহেবের নামও উল্লেখ্য ।

প্রখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন, গুরুসদয় দত্ত প্রভৃতি অনেকে বাংলা লোক সাহিত্য গবেষণা ও আলোচনার পথিকৃত । তাছাড়া ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ডঃ মযহারুল ইসলাম, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক প্রভৃতি অনেকেই বাংলা লোক সাহিত্যের বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন ।

এই লোকগাথা সমূহ বাংলা লোক সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ বিষয় । এগুলি একাধারে সংগীত এবং সাহিত্য । এই সমস্ত গাথার পূর্বসূরি নানা রচনার সংবাদ ও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । ঢাকার বাংলা একাডেমী , রংপুর সাহিত্য সভা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও অপরাপর অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান লোক সাহিত্যের বহু বিষয় সংগ্রহ ও আলোচনা করিয়াছেন । 'ময়মনসিংহ গীতিকা'' 'সিলেট গীতিকা' 'হারামণি' ইত্যাদি সংগ্রহের কতিপয় গাথার বিষয় ও ভাবের সঙ্গে এই নিবন্ধে আলোচিত গাথা সমূহের বিষয় ও ভাবের কিছিৎ সাদৃশ্য রহিয়াছে । বর্তমানে আলোচ্য বাংলা লোকগাথাগুলি আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু সুর ও প্রকাশ ভঙ্গিতে বৈশিষ্ট্য পূর্ণ । ইহাদের সুরে এবং ছন্দে ধীর এবং কতিপয় ক্ষেত্রে দ্রুত লয়ের প্রবহমানতা আছে । জারী 'পাঁচালী' 'কবিগান' কিংবা 'ভাটিয়ালী' প্রভৃতি লোক সংগীত অপেক্ষা এগুলি স্বতন্ত্র আকারের এবং স্বতন্ত্র রূপ বিশিষ্ট । ছন্দ অলংকার ও ভাষাগত নানা বৈচিত্র্যে এগুলি সমৃদ্ধ । এগুলির সাহিত্যিক রস ও আস্বাদন যোগ্য । ইহাদের প্রধান এবং প্রকৃত রচয়িতা পল্লীর কাব্যামোদি লোক এবং আস্বাদনকারীগণ ও পল্লীর জন সাধারণ । রূপধর্মে ও স্বভাবধর্মে ইহারা লোক সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট অংশ ।

এসবের প্রকৃতি ও বিষয়গত বৈচিত্র্যের সারমর্ম এইরূপ —

(ক) এগুলি ভ্রাম্যমান গায়ক কর্তৃক গীত হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে কাহিনী ও ঘটনার বর্ণনাই মুখ্য ।

(খ) গাথাসমূহ জনজীবনের নানা উপভোগ্য ঘটনা, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র মাধুর্য, মানস প্রবৃত্তি, ভাব বৈচিত্র্য, নিসর্গ ভাবনা ইত্যাদিতে মানুষের সুখ দুঃখ ও হাসি কান্না

অকৃপণে রচিত।

(গ) কবির প্রকাশ নৈপুণ্য গাথার বর্ণিতব্য কাহিনীকে লোক মনোগ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে। গাথা রচনায় কবি প্রথমতঃ একটি শিল্পরূপের পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পিত শিল্প-রূপে প্রকাশের আবেগযুক্ত কবি স্বীয় নৈপুণ্য সম্পর্কে ভাবেন। গাথার রচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত তিনি ভাবেন তাহার রচনা কিরূপ হইতেছে -- শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য তিনি কি করিতে পারিতেছেন। কবির এইরূপ ভাবনা যেমন গাথার রচনায় তেমনি গাথার সমাপ্তিতে এবং গাথার মধ্যবর্তী বর্ণনার ক্ষেত্রে ও লক্ষ্য করা যায়। কবি ভাবেন তাহার গাথা রচনার শক্তি ও প্রেরণা তিনি ওস্তাদ কবি, কাব্য অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী কিংবা বিশ্বকর্তার নিকট হইতে পাইয়া থাকেন। এজন্য কবি গাথার রচনাতেই ঐ সব ওস্তাদ ও প্রেরণা দাতার প্রতি শ্রদ্ধাবনত প্রণতি জ্ঞাপন করেন। শুধু ওস্তাদই নহেন গাথার অগণিত শ্রোতারাও কবির প্রণম্য। শ্রোতারা প্রীত হইলেই নিজে সাফল্যের আনন্দ লাভ করিতে পারেন।

(ঘ) এই সব লোক গাথাকে সুরে গাহিয়া বা আবৃত্তি করিয়া প্রকাশ করা হয়। ইহাদের সুর সহজ সরল ও শ্রুতিমধুর। পদ্যের বাধুনীতে রচিত হওয়ার জন্য এবং সহজ সুরে গাওয়ার জন্য এই গাথাসমূহে সরল প্রকৃতির ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সুর ও ছন্দ থাকার জন্য এগুলি যেমন সংগীত গুণ যুক্ত তেমনি ছন্দ, অলংকার চিত্রকল্প ও নানা রস যথোপযুক্ত মাত্রায় থাকার জন্য এগুলি কাব্যগুণ যুক্ত। সুর, ছন্দ অলংকার চিত্রকল্প ও রসে গাথাগুলি সমৃদ্ধ।

(ঙ) গ্রন্থনা ও প্রকাশনা ভিত্তিক এবং সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রকাশক বিচিত্র উপাদানের যথার্থ বিন্যাসে গাথাগুলি সার্থক সাহিত্য শিল্প রূপ যুক্ত। উপাদান সমূহের সাহিত্য শিল্প গত প্রকৃতি কাহিনী, ঘটনা, কার্য ও মনোভাবের বিশ্লেষণের মধ্যে সুষ্ঠু রূপে প্রতিভাত হয়। লক্ষ্য করা যায় যে এসব গাথার গ্রন্থনা অনেক স্থলে ঔপন্যাসিক, গল্পমূলক ও নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশনার প্রকৃতিতে এসব গাথা অনেক স্থলে আদর্শায়িত, বাস্তব কিংবা রোমান্টিক ভাব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। কতকগুলি কার্য ও ঘটনা হইতে মানুষ মঙ্গলের ও নৈতিক উন্নতির ধারণা লাভ করিতে পারে, এমনকি এসব কার্য ও ঘটনা নির্দোষ আনন্দ দানেরও উপযোগী। তাছাড়া অনেক নৈসর্গিক চিত্র, কার্য ও ঘটনা কাহিনীকে গতিময়

করার এবং পূর্ণতা দানেও সহায়তা করিয়াছে।

(চ) সাহিত্যের ক্ষেত্রে রূপায়ণ ব্যাপারটি হইতেছে বিষয় বা ভাবের চিত্রায়ন। রূপ তথা চিত্ররস অনুভূতি দ্বারা উপভোগ্য। কাহিনী এবং কার্য কারণ ও ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তথা ব্যক্তি মনের সমস্যা, ঘটনার সমস্যা, বৈচিত্র্য ইত্যাদি শ্রোতার অনুভূতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। ফলত ব্যক্তির কার্য ও ব্যক্তি মানসিকতার প্রতিফলনকে চরিত্র সৃষ্টি বলা হইয়া থাকে। আলোচ্য লোকগাথা সমূহে চরিত্র সৃষ্টি মানসিক ভাব বিশ্লেষণ ও ঘটনা সংস্থান ইত্যাদি ব্যাপারে কবি প্রতিভার উজ্জল স্বাক্ষর রহিয়াছে।

আলোচ্য লোকগাথা সমূহ পদ্য বন্ধে রচিত। ইহাদের এই পদ্য ছন্দময় ভাষাতে উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত লোক ভাষার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। এই ভাষার উচ্চারণ এবং পদ ও বাক্য গঠনে বাংলা ও সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসৃত হইলে ও কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য যুক্ত। এখানকার লোক জীবনের বহু অভিজ্ঞতা প্রসূত বাক্যাংশ বাগধারা বিশিষ্টার্থক শব্দ ও প্রবাদ বচনের ব্যবহারে এই ভাষা যথার্থ ভাব ও অর্থদ্যোতক এবং সহজ ও সরল। উত্তর পূর্বাঞ্চল ও তৎপার্শ্ববর্তী বাঙ্গালা লোকভাষা যে ভাবে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য যুক্ত ভাষা প্রদর্শনের জন্য উহার বিশ্লেষণাত্মক পরিচয়দান প্রয়োজনীয়। ধ্বনির বৈচিত্র্য এবং পদ ও বাক্যাদি গঠনের রীতিতে এইভাষা আলোচ্য গাথা সমূহকে কিভাবে মনোগ্রাহী করিতে পারিয়াছে এসব গাথার ভাষার বৈচিত্র্য ও ব্যাকরণ আলোচনা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

লোক সাহিত্যের রচয়িতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত থাকেন। অধিকাংশ লোক সাহিত্য মৌখিক ভাবে প্রচারিত হইয়া থাকে। ফলে ইহার বিভিন্ন বিভাগের সাহিত্যিক শিল্পরূপ পরিবর্তিত হইতে পারে। অথচ লক্ষ্য করা যায় এই লোকগাথা সমূহ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহাদের রচয়িতা ও প্রকাশক থাকেন। কোন কোন গাথার সম্পাদক ও থাকেন। ইহারা আদি মধ্য অন্ত সমন্বিত সাহিত্য শিল্পরূপ যুক্ত রচনা। পল্লীর কবিদের দ্বারা রচিত এবং অগণিত সরল কাব্যামোদি জন সাধারণের আনন্দ দায়ক বলিয়া এই গাথাগুলি লোক সাহিত্যের একটি বিভাগ রূপে বিবেচিত হয়।

এই নিবন্ধে উত্তর পূর্বাঞ্চল ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানের বাঙ্গালা লোকগাথা সমূহের সার্বিক সাহিত্য ধর্ম ও গুণের বিস্তারিত পরিচয় বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা লোক সাহিত্যের অংশ স্বরূপ এই সমস্ত গাথাকে একটি নূতন বিষয় হিসাবে পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে আলোচ্য নিবন্ধটিকে "উত্তর পূর্বাঞ্চল ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানের বাঙ্গালা লোক গাথা এই নামে প্রকাশ করিব।

যে সমস্ত অখ্যাত পল্লী কবি এই সমস্ত গাথা রচনা করিয়াছেন তাহাদের পরিচয় ও যথাসম্ভব সংগৃহীত জীবনী নিবন্ধটিতে পরিশিষ্ট রূপে সংযোজিত করা যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত নিবন্ধ মধ্যে যে সমস্ত গাথার পরিচয় বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহাদের নামের তালিকা এবং যে সমস্ত আলোচনা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এই আলোচনার সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত করিতে হইয়াছে তাহাদের একটি তালিকা বিষয় অনুসারে বিভিন্ন অংশে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত করিয়া পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।